بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৩/০১ | সোমবার, ০৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪১ হিজরী | ০৪/১১/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

খিলাফতে রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলায় রায় প্রদানের মাধ্যমে যালিম হাসিনা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে

হে মুসলিমগণ! তার এই যুদ্ধকে প্রতিহত করতে ইসলাম ও ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিন

যতই দিন যাচ্ছে পতনগামী হাসিনা সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কর্তৃক পরিচালিত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে, কারণ খিলাফতে রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠার দাবীও এখন নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। তাই উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান সন্তানদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার ও নির্যাতন, অতঃপর মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা, এবং বর্তমানে সাজানো মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে সাজা প্রদান, ইত্যাদি তাদের বেপরোয়া ও হতাশাগ্রস্ত কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ। গত বুধবার, ৩০/১০/২০১৯-এ, যালিম হাসিনার সরকারের নির্দেশে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা আদালত **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিষ্ঠাবান কর্মী দন্ত চিকিৎসক ডা. ওমর ফারুককে একটি সাজানো মামলায় ১০ বছরের সাজা প্রদান করে। এর পূর্বে গত ২১/১/২০১৯-এ এই আদালত আরেকটি মামলায় তাকে ১০ বছরের সাজা প্রদান করেছিল। প্রায় সাড়ে ৩ বছর যাবৎ অন্যায়ভাবে কারান্তরীণ রাখার পর প্রহসনমূলক বিচারকার্য সম্পন্নের নামে সরকারের ঠিক করা রায়ে ও নির্দেশে আদালত তাকে এই সাজা প্রদান করলো। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে ২৫ মে তাকে তার কর্মস্থল চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে অন্যায়ভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ১৩ই জুন একই কায়দায় তাকে তার কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হুবুহু আগের মামলার ন্যায় কথিত ঘটনা সাজিয়ে মামলা প্রদান করে, কিন্তু এবার মামলাটিকে জটিল করতে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গানপাউডার উদ্ধারের ঘটনা সাজানো হয়। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, **হিযবুত তাহ্‌রীর** একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, যেটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে, যার সাথে সন্ত্রাসের বিন্দুমাত্রও সম্পৃক্ততা নাই এবং এইকথা শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, সেই রাজনৈতিক দলের একজন কর্মীকে নিয়ে এমন মিথ্যাচার হাসিনা সরকারের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক দৈনতারই বহিঃপ্রকাশ। আমরা এই প্রহসনমূলক বিচারকার্য এবং রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে, এবং অবিলম্বে তার মুক্তির দাবী জানাচ্ছি।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও বিচারবিভাগে কর্মরত হে মুসলিমগণ! হাসিনা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে এটাই স্বাভাবিক, কারণ সে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের হাতিয়ার, কিন্তু কী আপনাদেরকে ইসলাম ও ইসলামের নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে এহেন ঘৃণিত পদক্ষেপের দিকে ধাবিত করলো? কী আপনাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক ও তাদের দালালদের কর্তৃক পরিচালিত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পদানত সৈনিকে পরিণত করল? আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রদান, গ্রেফতার, রিমান্ড, নির্যাতন, জামিন না দেয়া, সাজা প্রদান, ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু ইসলামের শত্রু ও তাদের দালালদের স্বার্থই হাসিল হয়, এবং এতে আপনাদের ঈমান ও দ্বীনকে বিসর্জন দিতে হয়। আমরা আপনাদেরকে আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদিস স্মরণ করাতে চাই: *"কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্'র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টদের একজন হিসেবে গণ্য হবে যে কিনা অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখিরাতকে পরিত্যাগ করলো।"* সুতরাং আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, এসব কর্মকান্ড হতে বিরত থাকুন, নতুবা আপনাদেরকে শুধু আখিরাতেই নয় আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্রের কঠোর শাস্তিও ভোগ করতে হবে। শুধু যালিম হাসিনাই নয় আপনাদেরকেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সমস্ত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে।

হে মুসলিমগণ! খিলাফত প্রতিষ্ঠা যেমন আপনাদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব ঠিক তেমনি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও এর রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে অবস্থান নেয়াও আপনাদের দায়িত। তাই এই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকারের সকল বিদ্বেষপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে রুখে দাঁড়ান। সমাজের সর্বস্তরে বিশেষত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জনমত তৈরির মাধ্যমে উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান সন্তানদের মুক্তি প্রদানে এই যালিম সরকারকে বাধ্য করুন। **হে মুসলিমগণ!** হাসিনার যুলুমের শাসন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; মুক্তির এই পথকে বন্ধ করতে হাসিনা কোন চেষ্টাই বাদ রাখছে না। তাই, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বিরুদ্ধে সমস্ত অপপ্রচারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করুন, এবং এর রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, নির্যাতন ও জামিন না দেয়ার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করুন। সর্বোপরী, নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের নিকট দাবী তুলুন যেন তারা যালিম হাসিনা সরকারকে অপসারণ করে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

পরিশেষে আমরা হাসিনা সরকারকে বলতে চাই, **হিযবুত তাহ্‌রীর** তার প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৫৩ সাল হতে ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে কাফির সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালাল শাসকগোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করেতে গিয়ে অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন, কারাবরণ, মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা, ইত্যাদি অপকৌশল অতিক্রম করে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম আদর্শিক রাজনৈতিক দল হিসেবে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, ইন্‌শাআল্লাহ। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতা-কর্মীরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক

প্রদর্শিত রাজনৈতিক ধারায় অনুপ্রাণিত, যেখানে তিনি (সাঃ) ও সাহাবীগণ (রা.) শত প্রতিকূলতার মুখে শুধু দৃঢ়পদই ছিলেন না বরং তা তাঁদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে বিজয়ের ব্যাপারে:

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ»

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন, আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন" [সূরা আন-নূর: ৫৫]

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ